প্রথম আলো

নগরে বৃষ্টির পানির যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

জুন ১৬, ২০১৪ | প্রিন্ট সংস্করণ

আবু সাইদ এম আহম্মেদ: ২০২১ সালে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হতে যাচ্ছে। তখন ঢাকা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহর। আজ ঢাকা শহরের পানি ৩০ মিটার নিচে নেমেছে , যার জন্য আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধরে রাখতে হবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা উয়ারী-বটেশ্বরে রিটেনশন পন্ড পওয়া গেছে। পাহাড়ি অঞ্চলের দু-এক জায়গায় এমন ব্যবস্থা আছে। ঢাকা শহরের চারপাশে নান্দনিক পানিপ্রবাহের ব্যবস্থা ছিল।

আবু সাইদ এম আহম্মেদ

বিশাল ফ্লাইওভার, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদিতে কেন বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না

এগুলোকে প্রায় ধ্বংস করা হয়েছে। স্বাভাবিক পানিপ্রবাহকে ধ্বংস করব। আর কয়েক গুণ খরচ করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করব। এটা হতে পারে না। স্বাভাবিক পানিপ্রবাহকে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে দেশ বাঁচবে। আমরা বাঁচব। ২০০৬ সালের আগের আইনে ভবনের চারদিকে ভবনে মাপ অনুসারে চার থেকে ছয় ফুট ছাড়তে হবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য পানি যাতে মাটির নিচে যায়। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। যাতে ট্যাপ থেকে হাত সরালে পানি বন্ধ হয়। বিশাল ফ্লাইওভার, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস-আদালত, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদিতে কেন বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে না ? কেন একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তিন, পাঁচ, সাত কাঠার ওপর একটি বাড়ি বানাবে আর তার ওপর গিয়ে সব চাপ পড়বে? আগে নিজে করে অন্যকে বলতে হবে।